



শিক্ষার্থীদের সত্যকিররে মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে হবে: জবাবিসি

লেখক: প্রকাশক | প্রকাশিত: 09 August 2026, 01:53 PM | বিভাগ: বনিদোন



জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের (জবি) উপাচার্য অধ্যাপক ড. রইছ উদ্দীন বলছেন, শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য শুধু ডিগ্রি অর্জন নয়; নৈতিকতা, মূল্যবোধ ও মানবিক গুণাবলিসম্পন্ন মানুষ তৈরি করা। শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সত্যকিররে মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে হবে।

শনিবার (৮ আগস্ট) দুপুরে সলিটরে বিশ্বনাথ উপজলো পরিষদ অডিটোরিয়ামে 'বিশ্বনাথ ইসলামী ছাত্র সংস্থা'র ২৬তম বৃত্তি প্রদান ও ৩৪তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

অধ্যাপক ড. রইছ উদ্দীন বলেন, দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় নৈতিক শিক্ষার ঘাটতি রয়েছে। অনেকে শিক্ষার্থী উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করলেও নীতি-নৈতিকতা ও মানবিক মূল্যবোধে জায়গায় পছিয়ে থাকে। তাই শিক্ষার পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের নৈতিকতা ও মানবিক মূল্যবোধে সমৃদ্ধ করার বিষয়ে গুরুত্ব দিতে হবে।

তিনি বলেন, এমন শিক্ষার্থী তৈরি করতে হবে, যারা ভবিষ্যতে সমাজ ও দেশের অন্যায়-দুরনীতির বিরুদ্ধে

সোচ্চার হবে এবং দেশে ও সমাজকে ইতিবাচকভাবে পরিবর্তন করে চেষ্টা করবে। একজন শিক্ষার্থীকে নীতি-নৈতিকতার দিক থেকে সবার উর্ধ্বে রাখার লক্ষ্যেই শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করা প্রয়োজন।

জবি উপাচার্য আরও বলেন, বিশ্বের শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে তাল মিলিয়ে তথ্য ও প্রযুক্তিনির্ভর শিক্ষাব্যবস্থার বিকাশ ঘটতে হবে। আধুনিক প্রযুক্তির সঙ্গে শিক্ষার্থীদের পরিচিতি করার পাশাপাশি তাদের মানবিক ও নৈতিক শিক্ষায়ও সমৃদ্ধ করতে হবে।

তিনি আরও বলেন, বর্তমান সরকার 'লার্নিং উইথ হ্যাপিনেস' কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। এর লক্ষ্য শিক্ষার্থীদের শিক্ষা জীবনকে আনন্দময় ও কার্যকর করে তোলা। কর্মসূচিটি যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা গেলে দেশের শিক্ষা ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আসবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

অনুষ্ঠানে বিশ্বনাথ ইসলামী ছাত্র সংস্থার সভাপতি আজাদুল ইসলামের সভাপতিত্বে এবং সাবেক সভাপতি শফিক আহমদ পিয়ার মেম্বারের সঞ্চালনায় বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন বিশ্বনাথ উপজলো নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) জাহিদ বনি কাশমে ও দৌলতপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান হাফিজ আরব খান।

এ ছাড়া বক্তব্য দেন বিশ্বনাথ ইসলামী ছাত্র সংস্থার প্রতিনিধিত্ব সভাপতি মাওলানা মুহাম্মদ লুৎফুর রহমান, প্রতিনিধিত্ব সদস্য মাওলানা আহমদ আলী হলৌলী, মাওলানা লুৎফুর রহমান ও মাওলানা আবুল বশর মোহাম্মদ ফারুক। অনুষ্ঠানে উপজলোর বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী, শিক্ষক-শিক্ষিকা, অভিভাবক, বিশ্বনাথ ইসলামী ছাত্র সংস্থার নেতৃবৃন্দসহ বিভিন্ন শ্রমোপার্জন মানব উপস্থিতি ছিল।